দৈনিক ইত্তেফাক
শনিবার ৮ বৈশাখ ১৪১৯
২১ এপ্রিল ২০১২

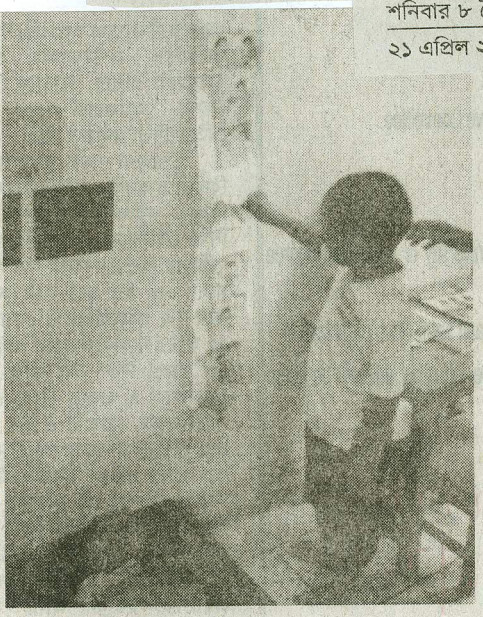

অটিস্টিক শিশুর স্কুল নির্বাচনে অভিভাবকের ভূমিকা

অকুপেশনাল থেরাপিস্ট মো. জহির উদ্দিন আকন্দ

সেরিব্রাল পলসি, অটিজম, সেন্সরি বা আচরণগত সমস্যা, চঞ্চলতা বা অন্য কোনো শিশু-প্রতিবন্ধিতা আধুনিক সমাজে আজ আর তেমন কোনো সমস্যাই নয়। আধুনিক চিকিৎসাব্যবস্থা আমাদের জীবনযাত্রাকে করেছে অনেক বেশি স্বাবলম্বী। যদি সন্তানদের জন্য সঠিক সময়ে নেয়া যায় সঠিক ব্যবস্থাপনা। কিন্তু এ কার্যকরী ব্যবস্থাপনাটি বেছে নিতে অভিভাবককে হতে হবে অনেক বেশি জ্ঞানী এবং বিচক্ষণশীল। বুঝতে হবে থেরাপি কী ? শিশুর সমস্যার ধরন কেমন, এদের চিকিৎসার বা শিক্ষার মাধ্যম কী, সহায়ক উপকরণ কী কী হতে পারে, চিকিৎসাভিত্তিক শিক্ষা বা স্কুল কী, ছাত্র-শিক্ষকের অনুপাত কত হলে ভালো হয় ইত্যাদি ইত্যাদি। এসব বিষয়ে একটি সুষ্ঠু ধারণা বা যথার্থ পরামর্শের জন্য যেতে হবে কোন্ বিশেষজ্ঞের কাছে বা অভিজ্ঞ লোকের কাছে যিনি এসব বিষয় সম্পর্কে অবগত। কিন্তু এ বিষয়ে অভিভাবকদের যদি সামান্য কিছু ধারণা থাকে তাহলে তাদের সন্তানদের ব্যাপারে একটি কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে সহায়তা করবে। যখন কোনো অভিভাবক কোনো স্কুল ভিজিট করেন বা খোঁজখবর নেন তখন সাধারণত কিছু কমন বিষয় তাদেরকে অবলোকন করতে দেখা যায় যেমন স্কুলের বয়স কত (কত বছর ধরে চলমান), সুদৃশ্যমান বিশাল আয়তনের ভবন, কোন্ বিশেষ নামকরা ব্যক্তির স্কুল, খেলার মাঠ আছে কিনা, স্কুলের ভেতরের পরিবেশ কেমন, এয়ারকন্ডিশন আছে কিনা, সব ধরনের থেরাপিস্ট আছে কিনা, ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিন্তু সবার দৃষ্টিভঙ্গি বা বিচক্ষণশীলতা এক নয়। এর ব্যতিক্রমও দেখা যায়। এসব বিষয় খুঁজতে খুঁজতে আমরা অনেক সময় অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানতে ভুলে যাই, যেগুলো আরো বেশি প্রয়োজন হতে পারে, যেমন স্কুলটি কোন্ শিক্ষা মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান করছে (এবিএ মেথড, সেন্সরি ইন্টিগ্রেশন মেথড, টিচ মেথড, বিহেভিয়র মডিফিকেশন মেথড ইত্যাদি), ছাত্র-শিক্ষকের অনুপাত কত (একজন শিক্ষক একজন ছাত্র/ দুইজন ছাত্র/ তিনজন ছাত্র না চারজন ছাত্রকে একত্রে শিক্ষা প্রদান করছে বা করবে), প্রত্যেকটি শিশুর জন্য নির্দিষ্ট কোনো সিলেবাস আছে কিনা, সিলেবাসগুলো ঠিকমতো ব্যবহার হচ্ছে কিনা, কত মাস পর-পর অভিভাবকগণ শিশুর মূল্যায়নপত্র পাবেন, প্রত্যেক থেরাপিস্ট কী নিয়মে থেরাপি প্রদান করছেন, শিশু প্রতিদিন থেরাপি পাচ্ছে কিনা (একশ' বা তার বেশি ছাত্রের জন্য মাত্র একজন থেরাপিস্ট), স্কুল এবং অভিভাবকের মধ্যে মতবিনিময়ের মাধ্যম কী, অভিভাবক কাজ শিখতে পারবেন কিনা, অভিভাবকগণকে হাতে-কলমে থেরাপি শেখানো হয় কিনা, বাড়ির পরামর্শ কীভাবে দেয়া হয়, পিতা-মাতাকে বাড়ির কাজ করতে উৎসাহিত করা হয় কিনা, যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের হাতে সন্তানকে দেয়া হচ্ছে তারা কতটুকু নিজেদের সমর্পণ করবেন বা ত্যাগ স্বীকার করবেন ইত্যাদি ইত্যাদি। এ বিষয়গুলোর প্রতি দৃষ্টি রেখে যদি একজন অভিভাবক তাঁর সন্তানকে কোনো বিশেষ চিকিৎসাভিত্তিক স্কুলে ভর্তি করান এবং প্রতিনিয়ত কার্যকরী স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন এবং বাড়িতে প্রদত্ত সিলেবাস ও সেন্সরি ডায়েট অনুসরণ করেন তাহলে অবশ্যই সেই শিশুটিও হতে পারে একজন সফলকাম যুগোপযোগী আধুনিকচেতা নাগরিক। পরিশ্রমকে ভয় করা যাবে না বরং আমাদের হাতে যে সম্পদ আছে তার যথার্থ ব্যবহার করে, সময়কে কাজে লাগিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। আমাদের নিজেদের জীবনকেও করতে হবে সার্থক ও আলোকিত।

মোহাম্মদপুর, ঢাকা